যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পাপতত্ত্ব

আবসার মাহফুজ

আজ থেকে ৫০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ৫০ বছর পরও যুক্তরাষ্ট্রকে দারিদ্র্যমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। দেশটিতে এখন লাখ লাখ পরিবার চরম বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি নিহত হওয়ার দু'মাস পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এই সরকার, আজ, এই মুহূর্ত থেকে আমেরিকায় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিঃশর্ত যুদ্ধ শুরু করল।' ওই ঘোষণার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে মার্কিন গণমাধ্যম দারিদ্র্য ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সরকারের সাফল্য পর্যালোচনা করেছে। মার্কিন সরকারের পরিসংখ্যান তুলে ধরে এসব গণমাধ্যম জানিয়েছে, আমেরিকায় বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ১৬ শতাংশ এবং সে দেশের চার কোটি ৭০ লাখ মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। অর্থাৎ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের দারিদ্র্যের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে মাত্র। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের মধ্যে এক কোটি ৩০ লাখ ছিল শিশু। কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের দারিদ্র্য গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক জেমস জিলিয়াক এ সংখ্যাকে 'ভয়াবহ' বলে উল্লেখ করেছেন। আমেরিকার পরিসংখ্যান ব্যুরো এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০০৯ থেকে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলা বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তিন জনের একজন দারিদ্র্যের কষ্ট ভোগ করেছে। জিলিয়াক এ সম্পর্কে বলেছেন, আমরা যদি জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ না নিতাম তাহলে এই সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেতো। বেসরকারি সংস্থা কোয়ালিশন অ্যাগেইনস্ট হাঙ্গার এ সম্পর্কে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে এখনও প্রতি পাঁচ শিশুর একজন দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং নিউইয়র্ক শহরে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজনেরও বেশি শিশু এমন পরিবারে বসবাস করে যাদের ঘরে যথেষ্ট খাদ্য নেই। সম্প্রতি মার্কিনীদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সাহায্যের একটি বিলের ব্যাপারে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতারা সমঝোতায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এছাড়া, দীর্ঘদিন ধরে বেকার মানুষের জন্য ভাতা দেয়ার তহবিল গত ৩১ ডিসেম্বর ফুরিয়ে গেছে। গত বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা স্বীকার করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ধনী ও দরিদ্র্যের ব্যবধান 'বিপজ্জনক' সীমার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগও দেশটির পিছু নিয়েছে। এবার শীতের চরম ছোবলে পড়েছিল দেশটি। নানা ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, খরা, ঝড়-তুফানও দেশটির ওপর পূর্বাপেক্ষা বেশি হামলে পড়ছে। প্রাণহানিসহ ক্ষয়ক্ষতিও হচ্ছে কল্পনাতীত। বছর বছর বাড়ছে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী এবার যুক্তরাষ্ট্রের ওপর দিয়ে দুই দশকের রেকর্ড ভাঙা তীব্র শীতল হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে। মেরু অঞ্চল (আর্কটিক) থেকে ধেয়ে আসা শৈত্যপ্রবাহ মধ্যপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যআটলান্টিক অঞ্চলকে অচল করে দেওয়ার পর তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে ধাবিত হয়। শীতের তীব্র কামড় মোকাবিলার লক্ষ্যে বেশ প্রস্তুতিও নিয়েছিল দেশটি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা তেমন কাজে আসেনি। জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ তাপমাত্রার এ অবস্থাকে 'প্রাণঘাতী পর্যায়ের' বলে মন্তব্য করেছে। কোনো কোনো জায়গায় তাপমাত্রা শূন্যের নিচে ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পর্যন্ত নেমে গেছে। শিকাগো ও নিউ ইয়র্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে কয়েক হাজার বিমানের ফ্লাইটসূচি পরিবর্তন কিংবা বাতিল করা হয়েছে। শুধু শিকাগোর ও'হারে ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরেই বাতিল করা হয়েছে এক হাজার ৩০০ ফ্লাইট। দেশটির কোথাও কোথাও তাপমাত্রা এমন পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল যে, যে মানুষের শরীরের কোনো অংশ পাঁচ মিনিটের বেশি উন্মুক্ত থাকলে জমে যাওয়ার দৃশ্যও দেখা গেছে। আবহাওয়াবিদদের মন্তব্য হচ্ছে, দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে শীতল তাপমাত্রা দেশটির উত্তর ও মধ্যাঞ্চলজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তীব্র ঝড়ো বাতাসসহ এই ঠাণ্ডা প্রাণঘাতী হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে প্রায় অচল করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। এ রকম ঠাণ্ডা সচরাচর পড়ে না। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট ও ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে ভারি তুষারপাতের কারণে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বোস্টন শহরে প্রায় ১৮ ইঞ্চি পুরু বরফ পড়েছে বলে জানানো হয়। এরকম ভয়াবহ হিমশীতলতা এর আগে

দেখেনি মার্কিন মুল্লুকের মানুষ। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের ভাষায়, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে হলিউডি ছবি 'দি ডে আফটার টুমরো'র মতোই হুবহু এক আবহাওয়া ও পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে সারা আমেরিকা জুড়ে। যেন সিনেমাটাই জলজ্যান্ত বাস্তব হয়ে গিয়েছে। পোলার ভর্টেক্স দেখে আতঙ্কিত প্রশাসনও। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই ভয়ংকর সব পাকৃতিক দুর্যোগ হানা দিচ্ছে আমেরিকার ওপর। বিশ্বের নানা দেশেও কমে গেছে তার প্রভাব। দিনকয়েক আগে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করেই দখল করে নিয়েছে ইউক্রেনের ভূকৌশলগত দ্বীপরাজ্য ক্রিমিয়া। মধ্যপ্রাচ্যেও কমেছে মার্কিন প্রভাব। আগের মতো আমেরিকাকে কোনো দেশ সমীহ করে না। দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, বর্ণগত ও জাতিগত দ্বন্দ্বও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ অবস্থাকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের পাপের ফল হিসেবেই দেখছেন। তাদের যুক্তি আমেরিকা ফিলিস্তিন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের নানা দেশে যেভাবে অন্যায় করেছে তার প্রাকৃতিক বিচার শুরু হয়ে গেছে। এ বিচার থেকে দেশটি রেহাই পাবে না। দীর্ঘদিনের পাপের ফল তাদের ভোগ করতেই হবে। তা থেকে তাদের নিস্তার নেই। দেশটি দীর্ঘদিন ধরে গাজোয়ারি নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে তার নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য করেছে। নানা অজুহাতে চালিয়েছে নগ্ন আগ্রাসন। লুটে নিয়েছে তেল-গ্যাসসহ নানা মূল্যবান সম্পদ। পাশবিকভাবে হত্যা করেছে বিরুদ্ধবাদীদের। নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে বিভিন্ন দেশে জনসম্পৃক্ত সরকারগুলোকে হটিয়ে বসানো হয়েছে পুতুল সরকার। গণতন্ত্রের সর্বজনীন সংজ্ঞা উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। জঙ্গিবাদ দমনের নামে মুসলিমবিশ্বকে তাদের ইচ্ছে পূরণের যুদ্ধের ময়দানে পরিণত করা হয়েছে। সব যুক্তি-তর্ক উপেক্ষা করে অবৈধভাবে জন্ম নেওয়া জায়নবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছে দেশটি। সব ধরনের মানবিকতাবোধকে বিসর্জন দিয়ে নিরীহ-অসহায় ফিলিস্তিনিদের দমনে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে ইসরাইলকে। যুক্তরাষ্ট্রের একচক্ষু নীতির কারণেই আজ ফিলিস্তিনিরা নিজভূমে পরবাসী। পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই আজও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদেই আজও ইসরাইল নিজ ভিটেমাটি থেকে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করে সেখানে অবৈধ ইহুদিদের পুনর্বাসিত করছে। শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধংসেও যুক্তরাষ্ট্র ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে চলেছে। জলবায়ু দূষণ থেকে বিরত থাকতে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই একজোট হলেও যুক্তরাষ্ট্র তা মানছে না। আরো অসংখ্য মানবতাবিরোধী ও প্রকৃতিবিরোধী কাজ অব্যাহত রেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এসব পাপের পরিণতিতেই দেশটির ওপর ক্রমশ নেমে আসছে নানা বিপর্যয়। প্রকৃতির এ প্রতিশোধ যাকে আমরা প্রাকৃতিক বিচার বলি তা দেশটিকে এক সময় পৃথিবীর দুর্বল দেশগুলোর একটিতে পরিণত করলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। এর অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে।